নদী নীলাকাশ

শরীফ আবদুল গোফরান

নাও নদী
নীলাকাশ

শরীফ আবদুল গোফরান

প্রফেসর'র পাবলিকেশন্স

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রথম প্রকাশ - একুশের বইমেলা ২০০৩

গ্রন্থস্বত্ব - উম্মে আরজুম

প্রকাশক - এ এম আমিনুল ইসলাম
প্রফেসর'স পাবলিকেশন্স
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

প্রচ্ছদ - মোমিন উদ্দিন খালেদ

দাম ৫০ টাকা

Nao Nodi Neelakash By Sharif Abdul Gofran.
Published By A. M. Aminul Islam
Bara Maghbazar, Dhaka-1217.

www.pathagar.com

কবি আল মাহমুদ
শ্রদ্ধাষ্পদেষু

www.pathagar.com

লেখকের অন্যান্য বই

ছোটদের ফররুখ - জীবনী
সুবাসিত ভোর - কিশোর গল্প
ফুলে ফুলে প্রজাপতি - কিশোর গল্প
বড় মানুষের গল্প - জীবনী

www.pathagar.com

সূচি

৯ রোদের ঝিলিক
১০ বান
১১ ফুলপরী
১২ নাও নদী নীলাকাশ
১৩ টাপুর টুপুর
১৪ একুশ আমার
১৫ কাব্য লিখি
১৬ ঝুপুর ঝুপুর দিন
১৭ নীল সাদা লাল
১৮ ফুলপাখি তরুলতা
১৯ হৃদয় খুলে দাও
২০ চুরুলিয়ার দুষ্ট ছেলে
২১ মন চলে যায়
২২ কোন ভাষাতে
২৩ আলোকদিয়ার আলো
২৪ দুটি চোখ
২৫ বিজয় দিনে
২৬ ঢাকা শহর
২৭ ইচ্ছে
২৮ সিংহ রাজা
কালবোশেখী ২৯
আমিনা দুলাল ৩০
বারইপাড়া ৩১
একটি ছেলে ৩২
নবান্ন ৩৩
হিমেল হাওয়া ৩৪
হেমন্তের গান ৩৫
সোনার পাখি ৩৬
একটি চিঠি দিও ৩৭
পালের নৌকা ৩৮
পিকনিক ৩৯
একুশ মানে ৪০
গল্প রাজা ৪১
মরুর আকাশ ৪২
ঊনত্রিশে এপ্রিল ৪৩
জান্নাতি বুলবুল ৪৪
অন্ধকারে আলোর মশাল ৪৫
তবলা বোল ৪৬
নতুন করে বুনো ৪৭
শরৎ এলো ৪৮

www.pathagar.com

www.pathagar.com

রোদের ঝিলিক

সোনামাখা রোদের ঝিলিক
চুমোয় নরম ঘাস
শিশিরকণা পাতায় পাতায়
জলফড়িং এর বাস।

ভেসে আসে হাওয়ায় হাওয়ায়
দূর হতে ঐ দূর
প্রাণ ভরে দেয় রাখালিয়ার
করুণ বাঁশির সুর।

সজনেগাছে পিক পাপিয়ার
সুরের গুঞ্জরণ
হনালফুলের হলদে রঙে
জুড়ায় সবার মন।

কাশের বনে মুচকি হেসে
নাড়ায় মাথার চুল
নীল আকাশে মেঘের জোয়ার
নিঝুম নদীর কূল।

বনবনানী প্রাণের ছোঁয়া
ধানের ক্ষেতে ক্ষেতে
উছল হাওয়া ঢেউ দিয়ে যায়
পালিয়ে যেতে যেতে।

ঝড়ের তোড়ে ওড়ে যেন
পাগলি মেয়ের কেশ
সবুজ ক্ষেতে ঢেউয়ের দোলা
আমার সোনার দেশ।

www.pathagar.com

বান

বান ডেকেছে উড়ির চরে ঘর ডুবেছে সব
ছেলে-বুড়ো বৌ-ঝিয়েরা করছে কলরব।
চারদিকেতে ভাসছে মানুষ পানির মাঝে হায়
বৃদ্ধ-যুবক নারী-শিশু সবাই অসহায়।

টিনের চালা ভাতের থালা সব নিয়েছে বানে
মায়ের কোলের ছোট্ট শিশু হারায় স্রোতের টানে।
কারো গেছে মুরগী-মোরগ কারো হালের গরু
বানের জলে ভাসিয়ে নিলো গাঁয়ের সকল তরু।

সবার চোখে কান্নাভেজা সবারই মুখ ভার
হারিয়ে গেলো গাঁয়ের বধূর সখের গলার হার।
কোথায় গেলো বাস্তু-ভিটা কোথায় গেলো সুখ
আর কখনো দেখবে না কেউ মায়ের হাসি মুখ।

সর্বনাশা বানের পানি নিলি ক্ষেতের ধান
আমার বুকে ঢেউ খেলিয়া করলিরে খান খান।

www.pathagar.com

ফুলপরী

প্রভাতের আলো হাসে
ফুলের বাগে
ফুলপরী নাচে ঐ
মোহিনী রাগে।

পাখি করে বাঁশঝাড়ে
কুহু কাকলি
রাঙা ঠোঁটে ঐ হাসে
জুঁই-চামেলী।

চারি দিকে জাগে সাড়া
মধু আলোড়ন
ঘুমঘুম চোখে চোখে
জাগে শিহরণ।

এমন মধুর ভোরে
মন ছুটে যায়
কে বানালো এই ধরা
ভাবি শুধু হায়।

www.pathagar.com

নাও নদী নীলাকাশ

এই দেশ তরুলতা নদী নীলাকাশ
ফুল পাখি সৌরভে করে যে উদাস।
মাঠে মাঠে ধান আর সবুজের দেশ
পালতোলা নাও ভাসে লাগে বেশ বেশ।

ভাটিয়ালী গান ধরে মাঝি একমনে
সুর তোলে রাখালেরা মাঠে নির্জনে।
পরিপাটি বন-বীথি ছায়া সুনিবিড়
আল্লার সেরা দান উপমা কবির।

বাগানে বাগানে ফোটে কতো শত ফুল
পলিমাটি ভরে যায় তিতাসের কূল।

তিতাসের কূলে কূলে একটি ছেলে
ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেসে যায় হৃদয় মেলে।
হৃদয়ে হৃদয়ে জমা গোলাপের ঘ্রাণ
গন্ধ বিলিয়ে দিয়ে জুড়ায় পরাণ।

www.pathagar.com

টাপুর টুপুর

বাদলা হাওয়া মিষ্টি সুরে গায় যে কত গান
টাপুর টুপুর বৃষ্টি পড়ে জুড়ায় সবার প্রাণ।
গাছে গাছে পাতার ফাঁকে কদমফুলের হাসি
ঢেউয়ের তালে নেচে ওঠে পদ্ম রাশি রাশি।

শাঁপলাদীঘির ছবি যেনো মনের ভেতর আঁকা
নীল আকাশের গোমড়া মুখে কালিঝুলি মাখা।
বাদলা দিনে নোনতা পানি করে যখন হা
হারিয়ে যায় ঐ চরের মানুষ সাগরকূলের গাঁ।

ভাসায় যতো মানুষ গরু গাছগাছালির শাখ
একপলকে গর্জে ওঠে কর্ণফুলির বাঁক।
ঝড়ের দিনে আকাশ কেঁদে ভিজায় মাঠের ঘাস
ঢেউয়ের তালে ভেসে বেড়ায় লাশের পরে লাশ।

www.pathagar.com

একুশ আমার

একুশ আমার স্বপ্নে আঁকা মাতৃভূমির ছবি
সবুজ সোনার ফসলভরা
কৃষ্ণচুড়ার ফুলের তোড়া
হৃদয়ছোঁয়া ভালোবাসা ভোরের রাঙা রবি।

একুশ আমার নীল আকাশের সাদা মেঘের রাশি
চাঁদনি রাতের ঝিকিমিকি
পাখ-পাখালির কিচিমিচি
সোনারোদের আলোর ছটা মায়ের মুখের হাসি।

একুশ আমার পল্লীগাঁয়ের ভাটিয়ালী গান
সরষেক্ষেতের ফুলের রেণু
ছোট্ট খুকীর চুলের বেনু
তিরতিরে ঐ স্রোতের ধারা পানির কলতান।

একুশ আমার বনবনানী লতাপাতায় ঘেরা
একুশ আমার মাতৃভূমির সবদিবসের সেরা।

www.pathagar.com

কাব্য লিখি

পেটে আমার ক্ষুধার জ্বালা
কাব্য লিখি কেমন করে বলো?
অনাহারে অবুঝ শিশু
আমার পানে তাকায় ছলোছলো।

প্রিয়ার পেটে ভাত নেই যে মোটে
খাবার কিছু ভাগ্যে কি আর জোটে?
শূন্য আমার হাঁড়িকুড়ি নিভু নিভু চুলো
ভালোবাসার দেয়ালেও লেগে আছে ধূলো।

ভাগ্যে আমার নেই যে অত সুখ
পেছন পেছন তাড়ায় শুধু দুখ।
মাথা গোঁজার ঠাঁইটাও যে নাই
ভালোবাসার বন্ধু কোথায় পাই?

আঁধার রাতে নীল আকাশে লুকিয়ে থাকে চাঁদ
চারদিকে তাই লেগেই আছে শুধু কাঁটার ফাঁদ।
কুঁড়েঘরে ঝরছে পানি ফুটো ঘরের চাল
সুখের ঘরে জ্বলছে আগুন সবখানে গোলমাল।

সেতার আমার ভেঙ্গে গেছে কবে
বায়না দিয়ে মহাজনের ঘর,
এই শতকের ঘূর্ণিঝড়ে
আমার জীবন কাঁপছে থরোথর।

www.pathagar.com

ঝুপুর ঝুপুর দিন

খুশির জোয়ার উপচে পড়ে
আনন্দে এই বৈশাখে
হলদে শাড়ি রঙিন হাঁড়ি
ছোট্ট খুকুর ঐ কাঁখে।

বলিখেলা রথের মেলা
খুশির জোয়ার কই রাখে
বৃষ্টিভেজা বকের ছানা
লুকিয়ে থাকে কোন্ ফাঁকে।

কাঁচাপাকা আমের থোকা
ঝুপুর ঝুপুর পড়বে যেই
আঁজলা ভরে আনবে ঘরে
খোকাখুকুর স্বস্তি নেই।

নদীর বুকে নৌকাতে ঐ
ছমির মিয়ার ছেঁড়া পাল
বৈঠা হাতে টানছে মাঝি
ঢেউয়ের মাঝে টালমাটাল।

বাবরি মাথায় তালের ঝুরি
গানের সুরে দেয় নেড়ে
পাগলা হাওয়া হেঁচকা টানে
ঘরের চালা নেয় কেড়ে।

পুরান দিনের দুখের কথা
সবাই এবার ভুলে থাক
সুখের আলো সবার ঘরে
দাও ভরিয়ে আল্লাহ পাক।

www.pathagar.com

নীল সাদা লাল

বোশেখ মাসে আমের থোকা
দোল খেয়ে যায় দোল
নতুন দিনের খুশির জোয়ার
এবার তোরা তোল।

আকাশ পাড়ে উড়ছে দেখো
লাল কাগজের ঘুড়ি
নীল-সাদা-লাল মেঘের ফাঁকে
খেলছে লুকোচুরি।

দমকা হাওয়া বয় দুপুরে
রাখাল মাঠে হাঁপায়
ছাগলছানা গরুর বাছুর
ঠাণ্ডা হাওয়ায় কাঁপায়।

বটের মূলে নদীর কূলে
বসে রথের মেলা
দিনভরা ঐ আকাশপাড়ে
ভাসে মেঘের ভেলা।

বোশেখ মাসে ঝড় বয়ে যায়
কাঁপে টিনের চাল
ঝড়ের শেষে আম কুড়াবো
পণ করেছি কাল।

www.pathagar.com

ফুলপাখি তরুলতা

চলো আজ যাই সবে বনভোজনে
নৌপথে চৈতের ভোর বিহানে।
নরম রোদের মেলা সাগরের ধারে
ঢেউ এর সুর যেন ডাকে বারে বারে।

চেয়ে দেখো তরুলতা সাগরের পানে
ফুলপাখি নেচে ওঠে মনোহর তানে।
গাঙচিল ওড়ে যায় দূরনীলিমায়
সাদা মেঘ ভেসে যায় উদাস হাওয়ায়।

পাল তুলে যায় নাও কলকলিয়ে
মাঝিরা যে গান ধরে সুর ছড়িয়ে।
ছোট বড় কতো নদী বয় রাতদিন
সাগরের বুকে গিয়ে হয় যে বিলীন।

উদাস সাগর কভু ছোট নাহি ভাবে
তার কাছে সব্বাই ভালোবাসা পাবে।
হতে পারি যদি সবে সাগরের মতো
ঘুচে যাবে পৃথিবীর ভেদাভেদ যতো।

www.pathagar.com

হৃদয় খুলে দাও

একটি ছেলে তার তুলিতে
আঁকে শুধু মানুষ;
সবার সাথে হাসে খেলে
ভালোবাসে হৃদয় মেলে
হাজার স্বপন বুকের ভেতর
নয় যে শুধু ফানুস।

সেই ছেলেকে দেখতে যদি চাও
সুরে সুরে হৃদয় মেলে দাও।
দেখো এবার চোখের পাতা মেলে
ছড়ার পাতা ঝরায় যে ঐ ছেলে।

www.pathagar.com

চুরুলিয়ার দুষ্ট ছেলে

চুরুলিয়ার দুষ্ট ছেলে নামটি হলো দুখু
দুখুর কথা পড়তে বসে ভাবছে খোকাখুকু।
পাঠশালাতে নিয়ম-কানুন মানতো সে কি আর
গাছে চড়ে নানান পাখি করতো যে শিকার।

চুপিচুপি গানবাজনা করতো লেটোর দলে
দুখির দুখে তাঁর দু'টি চোখ ভরে যেতো জলে।
লিখেন কতো গান-কবিতা লিখেন মনের কথা
অত্যাচারির মুখে তখন নামতো নীরবতা।

হারিয়ে গেলো সেই ছেলেটি সবই গেলো ফেলে
তাঁকে সবাই স্মরণ করে স্মৃতির পাতা মেলে।

www.pathagar.com

মন চলে যায়

একটি ছেলের মিষ্টি হাসি
ঝাঁকড়া কালো চুল
দেখলে সবে হেসেই বলে
এইতো সে নজরুল।

হাসতে পারে মিষ্টি সুরে
গাইতে পারে বেশ
আলোয় আলোয় ভরতে পারে
মিষ্টি কথা বলতে পারে
একটুও নেই মনের ভেতর
অহংকারের লেশ।

গোলাপফুলের গন্ধে ভরা
হাস্নাহেনা ফুলের তোড়া
মুরাল বাঁশির সুর
গান-কবিতা লিখতে গেলে
মন চলে যায় বিলে ঝিলে
যেথায় সমুদ্দুর।

গানে গানে কয় যে কথা
নদীর জলে পদ্মপাতা
ফুলপাখিদের গান,
তার কবিতায় ফুটে ওঠে
দোয়েল-শ্যামা-বকের ঠোঁটে
জুড়ায় সবার প্রাণ।

তার মুখেতে ফুটে যতো
পূর্ণিমার ঐ চাঁদের মতো
ফুটন্ত এক ফুল
দেখলে সবে হেসেই বলে
এইতো সে নজরুল।

www.pathagar.com

কোন ভাষাতে

কোন ভাষাতে মাকে ডাকি
কোন ভাষাতে গান
কোন ভাষাতে বললে কথা
জুড়ায় সবার প্রাণ!

কোন ভাষাতে আল্লাহ্ ডাকি
কোন ভাষাতে নবী
কোন ভাষাতে মাল্লা মাঝির
কথা লিখেন কবি!

সেই ভাষাটি বাংলাভাষা
খোদার সেরা দান
ভাষার জন্য শহীদ যারা
রাখবো তাদের মান।

www.pathagar.com

আলোকদিয়ার আলো

আলোকদিয়ার শূন্য ভিটা শূন্য নদীর কূল
পাপড়ি মেলে হাসে না আর শাপলা-শালুকফুল।
কেউ ধরে না হাত বাড়িয়ে শাড়ির আঁচল মা'র
জোসনারাতের গল্প মাগো বলো না বারবার।

কালোমেঘের ভেলা এখন সারা আকাশ জুড়ে
চৈতী হাওয়া আসবে না আর গানের সুরে সুরে।
বলছে এসে দখিন হাওয়া কনকচাঁপার কানে
নদীর দু'পাড় জাগবে না আর পাখির গানে গানে।

চাঁপার বনে চপল হাওয়া থেমে গেছে আজ
তুমি ছিলে নবগঙ্গার মাথার সোনার তাজ।
জেনে গেছে সেই সে নদী হারিয়ে গেছো তুমি
সরষেফুলে মৌভরা মাঠ যেন বিরানভূমি।

মায়ের আদর স্নেহভরা সোনামাখা মুখ
হারিয়ে গেলে শূন্য করে মধুমতির বুক।
হায়রে আমর সোনার মানুষ কোথায় চলে গেলে
আলোকদিয়ার আলো এখন কে দেবে রে জ্বেলে?

www.pathagar.com

দুটি চোখ

তাঁর দুটি সুন্দর ঝলমলে চোখ ছিলো
আলো আর আঁধারের সুখ আর দুখ ছিলো
সুন্দর নীলিমায় চলে যেতো দৃষ্টি
তাঁর মনে বাঁধা ছিলো এদেশের বর্ণিল
মাঠ ঘাট খাল বিল স্রষ্টার সৃষ্টি।

তাঁর মনে ভালোবাসা উজ্জ্বল আলো ছিলো
বিদ্রোহী হুঙ্কার বাতিলের জম ছিলো
দৃষ্টিতে ছিলো আরো কতো কথা কল্প
মানবতা ভালোবাসা পৃথিবীর আলো আশা
সব নিয়ে তাঁর লেখা কবিতা ও গল্প।

www.pathagar.com

বিজয়দিনে

সবুজ সোনার সবুজ পাতায়
রঙবেরঙের ছড়া
বিজয়দিনে মনের মাঝে
দেয় যে শুধু নাড়া।

এই মাটিতে খুন রাঙিয়ে
বর্ণমালার হোলি
যুদ্ধে গিয়ে আমার ভাইয়ে
বুকে খেলো গুলী।

বুকের ভেতর দুঃখ কতো
কাঁদে সবার মন
তাদেরকে আজ করবো স্মরণ
এই করিনু পণ।

www.pathagar.com

ঢাকা শহর

ঢাকা শহর নয়তো ঢাকা
সবদিকে যে ফাঁকা
রং বেরঙের মানুষ যতো
গুনছে শুধু টাকা।

কারোর ঘরে শূন্য হাড়ি
করছে অনাহার
কেউবা আবার পেটের দায়ে
করছে হাহাকার।

কারোর গায়ে ছেঁড়া কাঁথা
কারোর গায়ে নেই
কেউবা আবার টাকার লোভে
নাচ্ছে আনন্দেই।

www.pathagar.com

ইচ্ছে

আমার কেবল ইচ্ছে করে
পাখির মতো উড়ি
মনপবনের নাওয়ে চড়ে
সাতসাগরের পাড়ে পাড়ে
হই আকাশের ঘুড়ি।

আমার কেবল ইচ্ছে করে
মেঘের মতো ভাসি
সাতসকালে ফুলের মতো
রোদঝলমল আলোর মতো
হৃদয় খুলে হাসি।

ইচ্ছে করে মিথ্যেটাকে ছিঁড়ে
সত্যটাকে হৃদয় দিয়ে কিনে
যাই চলে যাই আলোকনদীর তীরে
গৌরব আর সবকিছু নেই চিনে।

www.pathagar.com

সিংহ রাজা

সাতসাগরের মাঝি তুমি
মধুমতির ছেলে
সারাটা দিন কাটতো তোমার
পাখির সাথে খেলে।

মেঘপবনে পাখপাখালি
হাসতো কুটিকুটি
সিংহরাজা বাঘের ছানা
করতো ছুটোছুটি।

দাদির কোলে মাথা রেখে
পঙ্খিরাজে চড়ে
সাতসমদ্দুর তেরনদী
পার হতে যে উড়ে।

হঠাৎ করে থমকে গেলো
সাগর নদীর ঢেউ
মধুমতির পাড়ে তোমায়
আর দেখে না কেউ।

তোমার সপ্তডিঙাখানি
ভাসছে না তো আর
রাত পোহাবার আগেই তুমি
হয়ে গেলে পার।

মিষ্টি মধুর হাসিমুখে
বলবে না আর কথা
ভাঙবে না আর জোসনারাতের
গভীর নীরবতা।

সাতসাগরের মাঝি ওগো
মধুমতির ছেলে
সপ্তডিঙা ছেড়ে তুমি
কোথায় চলে গেলে।

www.pathagar.com

কালবোশেখী

বোশেখ মাসে বিকেলবেলা
আকাশ কালো মেঘে
বয় যে শুধু পাগলা হাওয়া
বেগে ভীষণ বেগে।

ঝড় উঠেছে ঈষাণকোণে
সূর্য ডুবে গেলো
কালবোশেখীর ঝাপটাতে সব
উড়ছে এলোমেলো।

আকাশপাড়ে শব্দ ভীষণ
গাছের পাতা নড়ছে
সবুজ কচি আমের থোকা
ঝুপুর ঝুপুর পড়ছে।

www.pathagar.com

আমিনা দুলাল

সাহারাতে তুমি এলে ফুটলো যে ফুল
খোশবু ছড়িয়ে গেলো করে যে ব্যাকুল।
জিবরিল আমিন এসে জানায় খবর
আলোয় আলোয় ভরে আমিনার ঘর।

কুয়াশার চাদর ঠেলে মরুর বুকে
চাঁদের কিরণ পড়ে ধরার মুখে।
গাছে গাছে ফুটে ফুল তরতরিয়ে
ভোরের পাখিরা ডাকে সুর ছড়িয়ে।

মরুর বুকেতে হাসে বৃক্ষলতা
কেঁপে ওঠে গাছে গাছে খেজুরপাতা।
শান্তির বাতায়ন খুলে খুলে যায়
শীতল বাতাস বয় নূরের হাওয়ায়।

অথই সাগর তুমি নেই যে কিনার
ভরে গেলো খোশবুতে গৃহ খাদিজার।
কাবের দু'চোখে তুমি খোদার তরবার
ভয়েতে পালায় যতো পাপের আঁধার।

সাবিত দেখেছে তোমার মুখের হাসি
সাগরের মতো যেনো দয়া রাশি রাশি।
বহতা নদীর ঢেউ জীবনের ছবি
মধুময় করে তুমি দিয়েছো গো নবী।

আঁধারে আঁধারে তুমি এলে যে ধরায়
কত রাত কেটে যায় হেরার গুহায়।
হেরার গুহায় আসে খোদার কালাম
আমিনা দুলাল ওগো তোমায় সালাম।

www.pathagar.com

বারইপাড়া

রাত পোহালো আঁধার গেলো
বাস দাঁড়িয়ে ঐ
অন্তু সোনার মনটা যেনো
করছে যে থইথই।

সুরে সুরে বাসের ভেতর
ধরছে মধুর গান
সবার মুখে ফুটছে হাসি
জাগছে নতুন প্রাণ।

বনভোজনে চলছে সবাই
পড়ে গেলো সাড়া
একটু পরেই পৌঁছে গেলো
সাধের বারইপাড়া।

www.pathagar.com

একটি ছেলে

রোজ সকালে একটি ছেলে চুপটি করে থাকে
ঘুমের ঘোরে হঠাৎ করে মা বলে সে ডাকে।
লেখাপড়া-খেলাধূলায় মন বসে না পাঠে
গাছের ছায়ায় লতায় পাতায় ঘুরতো গাঁয়ের মাঠে।
ঘুরতে যেতো তিতাস পাড়ে সজনে পাতার ছায়ায়
ঠিক দুপুরে দীঘির পাড়ে ঘুরতো গাঁয়ের মায়ায়।
হাতছানিতে ডাকতো তাকে সবুজ শ্যামল গাঁ
মায়ের চোখে ফাঁকি দিয়ে চলতো যে তার পা।
দুয়ার খুলে বাইরে যেতো হাতে ছড়ার বই
পেছন থেকে ডাকতো যে মা মামুদ গেলি কই?

ততক্ষণে যায় চলে যায় গাঁয়ের মেঠো পথে
কাঁঠালচাঁপার গন্ধ ছড়ায় পালিয়ে যেতে যেতে।
ঘুরে ঘুরে সময় কাটায় নেইতো কোনো কাজ
খুঁজে তাকে পায় না যে মা মাথায় পড়ে বাজ।
রোজ বিকালে সবাই খেলে শিশু-কিশোর যতো
মাঠের কোণে বসেই আছে বুদ্ধিমানের মতো।
খেলাধূলা ভাল্লাগে না উড়ো উড়ো মন
বখতিয়ারের ঘোড়ায় চড়ে করতো যে গমন।

বিকেল গিয়ে সন্ধ্যে গড়ায় পড়ায় সবার মন
সেই ছেলেটি ঘুরতো তখন রেলের ইস্টিশন।
অন্ধকারে ফিরতো ঘরে মায়ের আদেশ কড়া
জলদি করে পড়তে বসো স্কুলের সব পড়া।
বইটি খুলে বসা বটে মাথায় কি আর ঢোকে
দোয়েল-শ্যামা-ঘুঘুর ছবি ভাসছে যে তার চোখে।

মনটা তখন চলে যেতো পাহাড়-নদী-গাঁয়ে
অন্ধকারে জোনাক আলো ঘুরতো পায়ে পায়ে।
মীর বাড়ির ঐ মামুদ তিনি সবাই চেনে তাকে
শহর-নগর-গাঁও-গেরামে মনটা পড়ে থাকে।

www.pathagar.com

নবান্ন

নীল আকাশে মেঘের খেলা
মাঠভরা যে ধান
দূর মিনারে বেলাল সুরে
দিচ্ছে যে আযান।

সূর্যমামা বসছে পাটে
শিশিরকণা ঘাসে
গাঁয়ের রাখাল গরু নিয়ে
বাড়ি ফিরে আসে।

চাঁদনি রাতে কিষাণবধূ
বাপের বাড়ি যায়
মনের সুখে গাঁয়ের রাখাল
জারি সারি গায়।

কাস্তে হাতে চলছে কিষাণ
মুখে পল্লীগান
সারা গাঁয়ে ছড়াচ্ছে যে
নবান্নের আহ্বান।

www.pathagar.com

হিমেল হাওয়া

হিমেল হাওয়ায় বিকেলবেলায়
মিষ্টি রোদের চাদরে
পাখনা ছড়ায় পায়রাগুলো
ওমজড়ানো আদরে।

নদীর বুকে নীলাকাশে
গাঙশালিকের ঝাঁক
বিলের ধারে ঝিলের মাঝে
পানকৌড়িদের ডাক।

পাখনা মেলে নানান পাখি
হাওয়ায় হাওয়ায় উড়ে
স্বর্ণঈগল ভেসে বেড়ায়
নীলাকাশের চূড়ে।

হাজার পাখির ডানায় ডানায়
লুকিয়ে রাখো মুখ
তোমায় নিয়ে স্বদেশ আমার
গর্বে ভরে বুক।

www.pathagar.com

হেমন্তের গান

ধানের ক্ষেতে দোল খেয়ে যায় হেমন্তেরই গান
তারই সাথে নেচে ওঠে কবির উদাস প্রাণ।

মাঠে মাঠে ফসল কাটার ধুম পড়ে যায় ধুম
কাজের ভীড়ে কৃষাণীদের হারায় চোখের ঘুম।

আলোয় আলোয় হেসে ওঠে আমার সোনার গাঁ
শিশিরকণার ছোঁয়ায় ছোঁয়ায় ভেজে সবার পা।

উঠোন জুড়ে সব গাঁয়েতে শুকোয় পাকা ধান
রাখালছেলের কণ্ঠে বাজে নবান্নের ঐ গান।

হেমন্তের ঐ দিনগুলো সব কাটে হেসে হেসে
বাপের বাড়ি যায় যে বধূ ধান শুকানির শেষে।

www.pathagar.com

সোনার পাখি

সোনার দেশের সোনার পাখি
কোথায় গেলে হায়
পাতার ফাঁকে পাখির ঝাঁকে
খুঁজি যে তোমায়।

রোজ সকালে মধুর সুরে
ভাঙতো তোমার ঘুম
হাওয়ার তালে নূপুর পায়ে
বাজতো যে রুমঝুম।

রূপালনদী রঙ ধরেছে
রোদের পরাগ মেখে
তোমার গানে স্রোতের টানে
চলে এঁকে বেঁকে।

আকাশ পাড়ে বিজলিচমক
ভাঙে মেঘের বাঁধ
হাওয়ায় হাওয়ায় ভাসছে যেন
সোনার থালা চাঁদ।

কোন্ সে বনে লুকিয়ে আছে
কোন্ পৃথিবীর কোণে
সেই বনেতে হারিয়ে যেতে
ইচ্ছে জাগে মনে।

হায়রে আমার প্রিয় পাখি
সাতরাজারই ধন
শূন্য আমার বসতভিটা
শূন্য বিলাসবন।

www.pathagar.com

একটি চিঠি দিও

বন্ধু তুমি কেমন আছ নেইতো আমার জানা
হয়তো এখন ভুলেই গেছ সব সাথীর ঠিকানা।

দু'নয়নে ভাসছে তোমার মিষ্টি হাসির মুখ
মেঘে ঢাকা আকাশ যেন ঝিলিক মারে বুক।

বিকাল গিয়ে সন্ধ্যা হলে বসে প্রীতির আসর
তোমার কথা পড়লে মনে সব যেন হয় কাতর।

আগের মতো সব মহলে হয় এখনো ভোজ
তোমার মতো কেউ আসেনা নিতে সবার খোঁজ।

নেই যে তুমি তাইতো খুঁজি হিজলতলীর ঘাটে
তুমি ছাড়া এই আসরে কেমন করে কাটে।

তোমার কাছে পাঠিয়ে দিলাম একটি চিঠির খাম
খামটি খুলে ভালোবাসা নিওগো সালাম।

চিঠির মাঝে বন্ধুদের ঐ বায়না টুকু নিও
আদর-সোহাগ ভরে খামে একটি চিঠি দিও।

www.pathagar.com

পালের নৌকা

আলোকদিয়ার সেই ছেলেটি
আর কখনো
পালের নৌকায় চড়বে না
চৈতি হাওয়ায় বাদলা দিনে
ঢেউয়ের দোলা চাম্পাবনে
গানের পাখি উড়বে না।

ঘুমিয়ে গেছে সেই ছেলেটি
চোখ মেলে আর দেখবে না
দুখী জনের দুঃখ নিয়ে
আর কখনো
একটা ছড়াও লিখবে না।

www.pathagar.com

পিকনিক

কি মজা পিকনিক
আমি যাবো ঠিক ঠিক।

এক্ষণই যাই শুই
খুব ভোরে উঠবোই।

উঠে ধুয়ে মুখ হাত
যাবো সবে এক সাথ।

খাবো দাবো ঘুরবো
ফুর্তিতে সারা দিন।

পিকনিক পিকনিক
ভুলবো না কোন দিন।

www.pathagar.com

একুশ মানে

একুশ তো নয় ফুর্তিকরা
একুশ তো নয় গান
একুশ মানে মাতৃভাষা
বাংলা ভাষার মান।

একুশ তো নয় নগ্ন পায়ে
শুধু হাঁটা হাঁটি
একুশ তো নয় মিনার চূড়ায়
ফুলের মাতা মাটি।

একুশ মানেই রক্ত পলাশ
মনের কথা বলা
একুশ মানেই মুক্ত আকাশ
সমুখ পানে চলা।

একুশ মানেই স্বপ্ন দেখা
একুশ বুকের আশা
একুশ মানেই দীপ্ত শপথ
একুশ ভাল বাসা।

একুশ মানেই গর্জে ওঠা
রক্তে ধরে আগুন
একুশ মানেই মুক্ত হাওয়া
একুশ আটই ফাগুন।

www.pathagar.com

গল্প রাজা

সব কিছু আজ থমকে গেছে
স্বপ্নপুরি ফুল মেলা
গল্পরাজা ঘুমিয়ে গেছে
বন্ধ হলো সব খেলা।

আর কখনো সবার মাঝে
করবে না তো গল্প সে
পঙ্খীরাজে সোয়ার হয়ে
চলে গেলেন পর-বাসে।

বন্ধুরা আজ তোমরা সবে
খোদার তরে তোলো হাত
বেহ্‌শতটা পায় যেন সে
কাটতে পারে আঁধার রাত।

www.pathagar.com

মরুর আকাশ

মরুর আকাশে আমিনার ঘরে
ফোটে এক ফুল
খোশবু তার হৃদয়ে হৃদয়ে ছোটে
ডাক দিয়ে যায় জান্নাতি বুলবুল
অন্ধকলিরা তার ডাকে ফুটে ওঠে।

আরবের মরু প্রান্তরে ইশাক শিশির জাগে
অন্ধকার কেটে আলো জ্বেলে তারপর
হৃদয়ের মাঝে তার ছোঁয়া যেন লাগে
সমগ্র বাগানে শান্তি নিবন্ধর।

মরা গাঙ্গে সেদিন আসেযে জোয়ার
যেন নতুন জীবন পায়
রাসূলের ডাকে খুলে যায় দ্বার
কত শত মেলা সত্যের আঙিনায়।

www.pathagar.com

ঊনত্রিশে এপ্রিল

দেলোয়ার নামে এক কিশোরের বাস
বেঁচে আছে বুকে নিয়ে দুঃখ একরাশ,
সন্দিপ বাঁশখালী মুকুরিয়ার চর
সেখানেই ছিলো নাকি দেলোয়ারদের ঘর।

মা ছিলো বাবা ছিলো, ছিলো কত সুখ
ছোট ছোট ভাই বোনের হাসি মাখা মুখ।
ছোট বড় সকলের মুখে কত গান
কত সুখ ছিলো মনে হাসি অফুরান।

সেদিনের কথা ভাই ভুলবে না কেউ
খুব রেগে গিয়েছিলো সাগরের ঢেউ।
ঊনত্রিশে এপ্রিল রাক্ষসি ঝড়ে
ভাসিয়ে নিয়ে গেলো নিমেসের তরে।

চেয়ে দেখে দেলোয়ার সব কিছু খালি
যতদূর চোখ যায় বালি আর বালি।
বাবা নেই ভাই নেই হলো মা হারা
যেন তার বুক থেকে কেড়ে নিলো কারা।

দেলোয়ার খুঁজে শুধু সকলের লাশ
সাগরের বালু চরে ঘুরে বারো মাস।
লোক নেই জন নেই নেই কোন ঘর
এপ্রিল এলে বুক কাঁপে থরো থর।

www.pathagar.com

জান্নাতি বুলবুল

গুল বাগিচায় শিস্ দিয়ে যায়
জান্নাতি বুলবুল
দো জাহানের নবী ওগো
মোহাম্মদ রাসূল।

আঁধার রাতে এলে তুমি
আলোয় আলোয় ভরলো ভূমি
তোমার নামের দরুদ পড়ে
স্বয়ং আল্লাহ্ ফেরেস্তা কুল।

আকাশ বাতাস চন্দ্র তারা
সাগর নদী ঝর্ণা ধারা
কুল মাখলুক সেই আলোতে
আনন্দে মশগুল।

জ্ঞানের রোশনি গারে হেরায়
আলোর দিশা এলেন ধরায়
সকল সৃষ্টির সাফায়াতে
রাসূলে মকবুল।

www.pathagar.com

অন্ধকারে আলোর মশাল

আরব দেশে ছিলো যখন
আঁধার কালো রাতি
সবাই সেদিন একটু আলো
খোঁজে আতি পাতি।

মা আমিনার কোলে তখন
এলেন একটি ছেলে
জাহান জুড়ে দ্বীপের আলো
সবায় দিলেন জ্বেলে।

সেই ছেলেটি আনলো বয়ে
একটি চাঁদের আলো
সেই আলোতে দুর হলোযে
সকল আঁধার কালো।

ধনী গরীব বাদশা ফকির
সব ভেদা ভেদ ভূলি
এক সারিতে সবায মিলে
করলো কোলাকুলি।

অন্ধজনে দেখান আলো
দুখি জনে সুখ
একে একে সকল লোকের
মুছে গেলো দুখ।

এমন উদার আলোর দিশা
সব সততার মূল
তিনি হলেন বিশ্ব নবী
মোহাম্মদ রাসূল।

www.pathagar.com

তবলা বোল

তাধিন তাধিন তবলা বোল
টাকুর মাথায় গণ্ডগোল
ঘুমায় টাকু আলনাতে
পান খেতে যায় চালনাতে।
তাধিন তাধিন তবলা বোল
টাকুর মাথায় বাজাও ঢোল
রাম রাজাদের গোলাম টাকু
চাড়তে চায় না দিদির কোল।

www.pathagar.com

নতুন করে বুনো

তিতু তোমার বাঁশের লাঠি আবার দেশে আনো
শ্যামলিমা বাংলা তোমার ভরছে দত্যি দানো।
টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া স্বাধীন বাংলাদেশে
দস্যুরা সব ওৎ পেতেছে এসে বর্গির বেশে।
নদীর মাছ পাকা ধান কেড়ে নিয়ে যায়
মীরজাফরের নাতীপুতি রঙিন পাল উড়ায়।
তিতু তোমার দৃপ্ত ইমান আমরা বলিয়ান
বুকের তাজা রক্ত দিয়ে রাখবো দেশের মান।
জাগছে আবার দেশ জনতা এই কথাটি জানো
আবার তোমার ক্ষেতের ফসল নতুন করে বুনো॥

www.pathagar.com

শরৎ এলো

নীলাকাশে মেঘের ভেলা
বেড়ায় ভেসে ভেসে
বরষা শেষে রূপের ঋতু
শরৎ এলো দেশে।
শিউলি বনে মিষ্টি সুবাস
ছড়ায় সারা বেলা
পদ্মা পাড়ে বসছে দেখো
কাশফুলেরই মেলা।
আকাশ জুড়ে চাঁদের হাসি
জোয়ার ভাটার টান
মাঠভরা ঐ সবুজ ফসল
জুড়ায় সবার প্রাণ।

www.pathagar.com

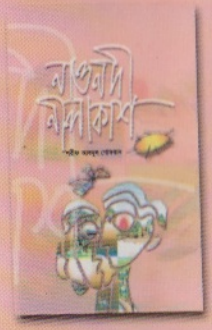
নাওনী
নভোকাশ